দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 04 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আর শিক্ষা-গবেষণার উৎকর্ষতার এক চরম শিখরে উপনীত হয়ে বিশ্বের মানবজাতি একবিংশ শতাব্দীতে বরণ করতে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের এখন পর্যন্ত অবহিত একমাত্র বুদ্ধিমান ও বিবেকবান প্রাণী মানুষ বিংশ শতাব্দীর বর্তমানের বিদায়লগ্নে যখন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বিকাশের দ্বারা দুনিয়ার জানা পরিসীমা ও মহাকর্ষের তীব্র বাধা ছিন্ন করে মহাশূন্যের লক্ষ কোটি মাইল দূরের গ্রহ-উপগ্রহে অভিযান চালাচ্ছে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রিমোট-সিস্টেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রায়োগিক ক্ষমতা বলে পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০/৫০ কোটি মাইল দূরের মঙ্গল গ্রহে মহাশূন্যযান পাঠিয়ে সেখান থেকে নির্ভুল নিখুঁত চিত্র সংগ্রহ করছে জৈব-প্রযুক্তির উৎকর্ষতর ব্যবহারের মাধ্যমে জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োগে জৈব-ক্লোনিং-এর মাধ্যমে অভাবনীয় এবং অসম্ভবকে বাস্তব ও সম্ভবপর করে তুলছে, ইন্টারনেট ও রিমোট সেন্সিং-এর মাধ্যমে হাজার হাজার মাইলের দূরত্বকে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের আওতায় নিয়ে আসছে—ঠিক তখনই, এই চরম আধুনিকতা ও প্রাগ্রসরতার যুগে একই 'সুসভ্য' মানুষ এক চরম আদর্শহীনতা ও নৈতিকতাশূন্যতার তিমির 'আইয়ামে জাহেলিয়াত'-এর অতল গহ্বরে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিল্পায়ন, নগরায়ন, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদির পাশাপাশিই একই দুনিয়ায় দারিদ্র্য, রোগ, যুদ্ধ, অনাহার, অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ, আধিপত্যবাদী তৎপরতা, ছদ্মবেশী নব্য-উপনিবেশবাদ, চরিত্র-হীনতা, লাম্পট্য আর লালসার লোলুপ ধ্বংসাত্মক হীন আগ্রাসী ব্যাপ্তিও সমানতালে বেড়ে চলছে। উন্নত-অনুন্নত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল দেশের ও সকল অঞ্চলে মানুষে মানুষে ঘৃণা, শোষণ-নিপীড়ন, হত্যা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অত্যাচার আর আগ্রাসন ইত্যাদি অমানবীয় অপতৎপরতার মোটেই হ্রাস ঘটেনি—বরং পৃথিবীর নানা ইহজাগতিক বিষয়াদির উৎকর্ষতার মাধ্যমে পৃথিবীর শক্তিমান জাতি ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি, গোষ্ঠী দুর্বল ও পশ্চাদপদদের উপর তাদের শোষণ ও নিপীড়নের আঙ্গিক ও মাত্রার পরিবর্তন সাধন করে তাকে আরো সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে চলছে। এর ফলে একদিকে যখন পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত জাতিগুলো উন্নততর প্রযুক্তির উৎকর্ষতায়, আধুনিকতর ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে আর চরম বিলাসী ভোগবাদী জীবন যাপনের পেছনে লক্ষ কোটি ডলার, পাউন্ড-স্টার্লিং, ফ্রাঙ্ক বা অন্য যে কোন নামের অর্থ খরচ করে চলেছে ঠিক ঐ একই সময়ে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেকের চেয়েও বেশী আদম সন্তান অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনাচিকিৎসায় এবং বিনাবস্ত্রে কালাতিপাত করে ঐ তথাকথিত আধুনিক, সুসভ্য প্রাগ্রসর আর শিল্পোন্নত জাতিগুলোর স্বার্থপরতা, শোষণ ও আগ্রাসনমূলক আচরণ এবং পরিবেশ বিধ্বংসী অপতৎপরতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ফলশ্রুতিতে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে চলছে। বিশ্বের প্রায় ছয়শ' কোটি জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী লোক বর্তমানে দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর একটি অংশ বাংলাদেশের জনগণও ঐ বৈশ্বিক বস্তুগত ও আদর্শিক দ্বন্দ্বের টানাপড়েনের বাইরে নেই। উন্নয়নশীল বা গরীব বিশ্বের এক পশ্চাদপদ সদস্য বাংলাদেশও জাতি হিসাবে আদর্শিক বিচ্যুতির কারণে এবং আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহের হীন চক্রান্ত ও শোষণ-নিপীড়নের প্রভাবে একদিকে যেমন বস্তুগত অগ্রগতি-উন্নতির ক্ষেত্রে ক্রমে পেছন থেকে আরো পেছনে পড়ে যাচ্ছে; দারিদ্র্য, ক্ষুধা, স্বাস্থ্যহীনতা, বেকারত্ব, শিক্ষাহীনতা আর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জিরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে; ঠিক তেমনি, জাতীয় আদর্শিক দিক-নির্দেশনাহীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের ফলে আমরা একই সাথে এক চরম আদর্শিক দৈন্যতার অমানিশার অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এই চরম আদর্শিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ফলে দেশে বর্তমানে সুদ, ঘুষ, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ক্যাম্পাস-ভায়োলেন্স, অসৎ ও ব্যক্তি-স্বার্থের রাজনীতি, অসৎ-আমলাতন্ত্র, হলুদ গোয়েবলসীয় মিথ্যা ও শঠতাপূর্ণ সাংবাদিকতা, ধনী ও ক্ষমতাবানের ক্রীড়নক বিচার-প্রহসন, অবাধ যৌনাচার আর নানা ধরনের অশান্তি ও হানাহানিপূর্ণ হিংসাত্মক এবং নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এবং ঐ একই আদর্শহীন ও নীতি-নৈতিকতাহীন সমাজ ব্যবস্থার কারণেই আজ বাংলাদেশসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশেই ক্ষমতাসীন হয়েছে আধিপত্যবাদী ইহুদী, খ্রীস্ট কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট নব্য-উপনিবেশবাদের প্রতিভূ ক্রীড়নক, স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার মনোবৃত্তিসম্পন্ন 'মীরজাফররূপী' নানা মুসলিম নামধারী। যারা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য কিংবা নিজ ইহ-জাগতিক সুখ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য দেশের পবিত্র স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-প্রতিরক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ইত্যাদি শত্রু কিংবা আগ্রাসী শক্তির কাছে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, পারলৌকিক জবাবদিহিতার জ্ঞানহীনতা এবং স্থুল দুনিয়াবী লাভালাভ ঐ সব তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের স্বার্থপরতার এক চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যার ফলে ঐ সব আদর্শিক শিক্ষাহীন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দেশ, জাতি ও মানবতাবিরোধী যে কোন গর্হিত কাজ করতে মোটেই চিন্তিত হয় না। বরং নির্দ্বিধায় এরা বিকিয়ে দিতে পারে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থকে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দেশ, জাতি তথা সমগ্র মানব সমাজকে এহেন নৈতিক অধঃপতন ও মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানবিকতার ভরপুর আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন—যা মানুষের ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক—দু'টি দিকেরই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবে।

শিক্ষা এবং জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও এর সফল প্রয়োগ মানব সভ্যতাকে জাগতিক সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে গেছে। বলা হয়, 'শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানের সমৃদ্ধ জাগতিক সভ্যতার সংবেদনশীল হৃদয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার'। কোন জাতীয় আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বাস-মূল্যবোধ আর আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলনে ও প্রতিষ্ঠায় জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। এককথায় বলা যায়, ব্যক্তি এবং জাতির বিকাশ এবং উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অসীম। মানুষের শরীর, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং এই শিক্ষার পরিকল্পিত প্রয়োগ ও ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির মানব সম্পদকে সফলভাবে সুশিক্ষিত করে জাতিকে আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া যায়। ইহজাগতিক শিক্ষা মানুষকে সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির হাতিয়ারে পরিণত করে এবং আদর্শিক শিক্ষা মানুষের ভিতরের প্রকৃত 'মানুষ'-কে জাগিয়ে দেয়, তার আদর্শ-বিশ্বাসকে শাণিত করে; মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করে এবং তার মধ্যকার বস্তুগত লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, স্বার্থপরতা ও সব ধরনের হীনমানসিকতার বিদূরণ ঘটিয়ে পবিত্র মানবিকতার বিকাশ ঘটায় এবং দেশ, জাতি ও মানবতার প্রতি জাগ্রত করে অসীম কর্তব্যবোধ। বর্তমানের বাংলাদেশ তথা সমস্ত বিশ্বেই ইহজাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যাপ্তি ও বিকাশ ঘটলেও আদর্শিক শিক্ষার এক দারুণ অভাব সবখানেই দারুণ প্রকটিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এ আদর্শিক শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সকল প্রাগ্রসর কিংবা পশ্চাদপদ জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানের সব ধরনের অমানবিক অনাকাংক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। *(চলবে)*